সংবাদ
তারিখ ... JUN. 04 2006 ... ...
পৃষ্ঠা ৭

# পলিটেকনিক শিক্ষকদের আন্দোলন

## এমআর খায়রুল উমাম

রকারি পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের শিক্ষকরা বেশকিছু
ন ধরে আন্দোলনরত শিক্ষকদের ১০ দফা দাবি
ন্দোলনের সঙ্গে সব কর্মচারী ও ছাত্রদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট
কার ফলে সমর্থনের কোন অভাব নেই। ক্লাস বর্জন
কে শুরু করে মানববন্ধন কর্মসূচির মধ্যে আছে।
নবসম্পদ উন্নয়নে নিয়োজিত কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের
তি সরকারের উপেক্ষা কাম্য হতে পারে না।
ক্ষকদের আন্দোলনের মূল বিষয় শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রস্ত
বিত দ্বিতীয় শিফটের ভাতা ৪০ ভাগ প্রদান করা যা
খন ৩০ ভাগ আছে। সংশ্লিষ্টদের সঙ্গে আলাপ-
লোচনার পর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে মূল বেতনের ৪০ ভাগ
দানের সিদ্ধান্ত হলেও অর্থ মন্ত্রণালয় ৩০ ভাগ অর্থ
দানের নির্দেশ জারি করে। সরকার পুরো ইনটেকের
ত্র ভর্তি করে শিক্ষকদের মূল বেতনের ৩০ ভাগ অর্থ
য় করে যে সুবিধা নিয়ে চলেছে এ আন্দোলনে তা আজ
মকির মুখে দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশে সরকার পতনের আন্দোলনের পাশাপাশি
ক্ষক-কর্মচারী-পেশাজীবীরা নিজ নিজ দাবি নিয়ে
ান্দোলন করে চলেছে। যেকোন সেক্টরে আন্দোলন-
গ্রাম হলেই দেশের ক্ষতি, সাধারণ মানুষের ক্ষতি,
ড়ম্বনা সঙ্গে ব্যক্তিগত ক্ষতি তো আছেই। অন্য
ান্দোলনের গুরুত্ব বিবেচনার সঙ্গে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা
ক্ষকদের আন্দোলন ভিন্ন দৃষ্টিতে দেখা দরকার। জাতি
ঠনে ভূমিকা রাখার কারণেই এ ভিন্নতা কাম্য।
র্থনৈতিক ক্ষতিকে মানুষ পূরণ করতে পারে; কিন্তু
তিকতার ক্ষতি হয়ে গেলে জাতিকে যুগের পর যুগ ধরে
বহন করতে হয়। সে কারণে শিক্ষকদের আন্দোলন
ন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনার দাবি রাখে। তবে এটা মনে
খা প্রয়োজন যে আন্তরিক হতে গিয়ে কোন অবস্থায়
ন্যায়কে প্রশ্রয় দেয়া যাবে না।

পলিটেকনিক শিক্ষকদের ১০ দফা আন্দোলনের মধ্যে
ছে সব শূন্য পদ পূরণ, ছাত্রদের বৃত্তি ও বাস্তব
শিক্ষণ ভাতাকে যুগোপযোগী করা, মানসম্পন্ন শিক্ষা
শ্চিতকরণে পাঠাগারে বই ও ওয়ার্কশপে কাঁচামাল
রবরাহ বৃদ্ধি, যুগোপযোগী বিভাগ খোলা এবং তাদের
র্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, বিশেষ পদবি নয় চাকরিতে

পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থার স্বার্থ বেশি করে রক্ষা সরকারের কাছে চাইছে তারা। শিক্ষক হিসেবে এমন দাবি নিয়ে আন্দোলন সাধারণ মানুষের কাম্য। এ কারণেই শিক্ষকরা সমাজে এখনও সমাদৃত। তাদের দাবি পূরণে সরকারের আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করতে মানুষ পিছ-পা হয় না।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় দ্বিতীয় শিফটের প্রচলন নতুন নয়। পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের মতো সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রচলন আছে। মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে শিক্ষকদের একটা ভিন্ন গ্রুপ ভিন্নভাবেই শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকেন। কিন্তু পলিটেকনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একই শিক্ষক দিয়েই দুই শিফটের ছাত্রদের শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে। ফলে শিক্ষা কতটা ফলপ্রসূ হচ্ছে তা জাতি জানতে পারছে না। একজন মানুষের কর্মদক্ষতার সীমাবদ্ধতা বিবেচনা করে মানের ঘাটতি থাকবে এটা জোর দিয়েই বলা যায়। এ অবস্থায় সরকার যদি শিক্ষকদের ভাতা হিসেবে ৪০ ভাগ, না ৩০ ভাগ তা নিয়ে টানাটানি করে তবে এ শিক্ষার মান কোথায় যাবে তা বিবেচনার দাবি রাখে। বিশ্বাস শিক্ষার মান রক্ষার জন্যই মাধ্যমিক স্কুলে ভিন্ন শিক্ষকের ব্যবস্থা করেছেন। আশু সমাধান হিসেবে পলিটেকনিক শিক্ষকদের দাবির প্রতি সম্মান রেখে এ শিক্ষাকে মানসম্মত রাখতে মাধ্যমিক স্কুলের মতো একই ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরি।

বাংলাদেশে বর্তমানে সরকারি ৩৮, এবং বেসরকারি শতাধিক পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট আছে। সরকারি ৩৮ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩১টিই অধ্যক্ষবিহীনভাবে

বছর। দেখার কেউ আছে বলে মনেও হয় না। দক্ষ ব্যবস্থাপনার ওপর যেকোন প্রতিষ্ঠান এগিয়ে যেতে সক্ষম। অধ্যক্ষবিহীন পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট জাতির চাহিদা পূরণে ব্যর্থ। অধ্যক্ষদের সঙ্গে অনেক পদেই আজ শূন্যতা বিরাজ করছে। নিয়মিত শিক্ষকের যেখানে অভাব সেখানে দ্বিতীয় শিফটের মানসম্পন্ন শিক্ষা কীভাবে আমরা পেতে পারি? গাধারও বোঝা টানার একটা সীমা আছে; কিন্তু এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের তারও আধম বিবেচিত। একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দেখা যায় একজন মাত্র শিক্ষক দিয়ে একটা ডিপার্টমেন্ট চালানো হচ্ছে। সরকার ও কর্তৃপক্ষের কোন তাপ-উত্তাপ নেই। যুগের চাহিদা অনুযায়ী ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা কোর্স ৪ বছর মেয়াদি করার পরিপ্রেক্ষিতে ১৭৬ শিক্ষকের পদ সৃষ্টিসহ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের প্রয়োজন অনুভূত হলেও করণীয় নির্ধারণে অবহেলার শিকার এ শিক্ষা ব্যবস্থা। সরকারের এ উদাসীনতা কোনভাবেই মানা যায় না। মানবসম্পদ উন্নয়ন কাজে অবহেলা করা সমীচীন নয়।

সরকারের প্রচার-প্রচারণায় কারিগরি শিক্ষার গুরুত্ব প্রকাশ পায়। কিন্তু পলিটেকনিক শিক্ষকদের আন্দোলন কারিগরি শিক্ষার সরকারি গুরুত্বের দাঁত বের করে দিয়েছে। শিক্ষকরা শূন্য পদ পূরণ, পাঠাগারে সমসাময়িক বিশ্ব অগ্রগতিজ্ঞাপক উপযোগী বই, ওয়ার্কশপে যুগোপযোগী মেশিনসহ যন্ত্রপাতি এবং প্রয়োজনীয় কাঁচামাল সরবরাহের দাবি জানিয়েছে। এসব আনুষঙ্গিক উপকরণ ছাড়া মানসম্মত শিক্ষা বা আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন শিক্ষা কীভাবে হতে পারে? কারিগরি

জন্য যা যা করণীয় তা নিশ্চিত করা একান্ত জরুরি। মু
দায়িত্ব শেষ করলে কাজির খাতায় সবকিছুই হবে; কি
গোয়ালে কিছুই পাওয়া যাবে না।

পলিটেকনিক শিক্ষা কোর্সে অধ্যয়নরত ছাত্রদে
কথাও ভাবা প্রয়োজন। কারিগরি শিক্ষায় ছাত্রদে
উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ
দরকার। ৫০ বছর আগের বৃত্তি ব্যবস্থায় ছাত্রদের আটা
রাখা কতটা বিবেচকের কাজ? বর্তমান দ্রব্যমূলে
উর্ধ্বগতির সঙ্গে শিক্ষার গুরুত্ব বিবেচনায় শিক্ষকদে
প্রস্তাব আন্তরিক বিবেচনার দাবি রাখে। এখানক
ছাত্রদের শিল্পে বাস্তব প্রশিক্ষণ গ্রহণের সময় যে অর্থভা
হিসেবে প্রদান করা হয় তাও কতটা যুক্তিযু
ডাক্তারদের বাস্তব প্রশিক্ষণের সময় যদি নিয়োগব
নতুন ডাক্তারের সমপরিমাণ অর্থভাতা হিসেবে সরক
প্রদান করতে পারে তাহলে এখানে একই রীতিতে ব্যব
গ্রহণে বাধা কোথায়? সাংবিধানিক সমাধিকারের দাবি
দোষ দেয়া যাবে?

বাংলাদেশে মধ্যমস্তরের জনশক্তির হার খুবই ক
উন্নত বিশ্বে মোট কর্মশক্তির ৪০-৬০ ভাগই মধ্যমস্তরে
জনশক্তি। সেখানে আমাদের দেশে এ সংখ্যা বে
অবস্থায় ২ শতাংশের বেশি নয়। এ বিপুল পার্থ
আমাদের পিছিয়ে রেখেছে। সরকারের শিক্ষা পরিকল্প
পিরামিড উল্টে গেছে। উচ্চশিক্ষা প্রসারে যত উৎ
তার এক-শতাংশও পাওয়া যায় না প্রাথমিক শিক্ষায়
এমন জনগুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনীয় শিক্ষায় আগ্রহ। সরক
আগ্রহী হলে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ কর
প্রয়োজনানুসারে বাজেট প্রদান করলে, গুরুত্বের স
মনিটরিং করলে, আন্তরিক হলে আজকে শিক্ষকদে
কোন আন্দোলনের প্রয়োজন পড়ত না। শিক্ষক
ছাত্রদের জিম্মি করে আন্দোলন করুক জাতি তা কা
করে না। সরকারের দায়িত্ব এ পরিস্থিতি থে
জনগণকে মুক্ত করে আনা। সন্তানের ভবিষ্যৎ অনিশ্চি
দেখে কোন অভিভাবক চুপ করে বসে থাকতে পারে
যেমনটা পারে সরকার। দেশের শিক্ষকদের দাবি আ
রিকতার সঙ্গে বিবেচনায় নিয়ে তাদের দায়িত্ব পাল
সুযোগ সৃষ্টি সময়ের দাবি। জাতির বৃহত্তর স্বা